গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নথি নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০৩.২০১৯.৪২ তারিখ: ১০.০২.২০১৯ খ্রি:

বিষয় : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১৭.১২.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে।

উপযুর্ক্ত বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১৭.১২.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সচিব মহোদয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে :

ক্র: নং	বিষয়	কমিটির সুপারিশ
১.	কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন চকরিয়া আবাসিক মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ এস এম মনজুর এর বেতন ভাতা বন্ধ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তার কার্যালয়ের ২৯.০৭.২০১৯ তারিখে ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.২০০.২০১৯.২৯৭৯ নং-স্মারকে অবহিত করেন যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৮.০৫.২০১৭ খ্রি: তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০১৭(খন্ড-১).২৭২ স্মারকপত্রে জনাব মো: নুরুল আবছার এর আবেদনের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য মাউশিকে নির্দেশনা প্রদান করেন। চকরিয়া আবাসিক মহিলা কলেজে ১০.০৫.২০১৫ খ্রি: তারিখে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব মো: নুরুল আবছার এর নাম ভোটার তালিকায় না থাকায় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের বরাবরে আবেদন করে কোন প্রতিকার না পাওয়ায় তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে ভোটার তালিকাভুক্তির জন্য মহামান্য হাইকোর্টে ০৭.০৬.২০১৫ খ্রি: রিট পিটিশন নং-৬১২৬/২০১৫ দায়ের করেন। মহামান্য আদালত ০৮.০৬.২০১৫ খ্রি: তারিখে অন্তবর্তীকালীন আদেশে আবেদনকারী মো: নুরুল আবছার কে চকরিয়া আবাসিক মহিলা কলেজ, কক্সবাজার এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্তি (Include) করে গভর্ণিং বডির নির্বাচন করার নির্দেশ প্রদান করেন। আদেশের বিরুদ্ধে পরিচালনা কমিটির দাতা সদস্য জনাব নূর আহমদ ০৮.০৬.২০১৫খ্রি: তারিখের অন্তবর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে সিভিল মিসসিলিনিয়াস পিটিশন নং-৭৮১/২০১৫ দায়ের করেন। মহামান্য আদালত ০৮ সপ্তাহের জন্য হাইকোর্টের ০৮.০৬.২০১৫ তারিখের অন্তবর্তীকালীন আদেশ স্থগিত করেন এবং আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল দায়ের করার জন্য নির্দেশ দেন। কলেজের পক্ষে দাতা সদস্য নূর আহমদ সিভিল লিভ আপিল নম্বর ২১৪০/২০১৫ দাখিল করেন। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে ১৯.১১.২০১৫ তারিখ শুনানীক্রমে রিট মামলা নং-৬১১৬/২০১৫ এর আদেশের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত লিভ টু আপিল মামলাটি খারিজ করে দেন এবং পূর্ববর্তী আদেশ বহাল রাখেন। মহামান্য হাইকোর্ট রায় বাস্তবায়ন না করায় অধ্যক্ষের বেতন ভাতা বন্ধ করা সংক্রান্তে আইন উপদেষ্টার মতামত : রিট পিটিশন নং-৬১২৫/২০১৫ এর ০৮.০৭.২০১৫ তারিখের আদেশের পূর্বে প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন হয় অর্থাৎ তথ্য অনুসারে ০২.০৬.২০১৫ তারিখে গভর্ণিং বডির নির্বাচন হয়। গভর্নিং বডির নির্বাচনে আদালতের কোন বাধা ছিল না। যেহেতু মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সুতরাং হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ বাস্তবায়ন করা অধ্যক্ষের পক্ষে বাধ্যবাধকতা ছিল না। কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন চকরিয়া আবাসিক মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ এস এম মনজুর এর বেতন ভাতা বন্ধ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন চকরিয়া আবাসিক মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: নুরুল আবছার এর বেতন-ভাতা বন্ধ করা নিয়ে মহামান্য আদালতের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। ফলে অধ্যক্ষের বেতন বন্ধ করার কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে পরবর্তীতে বিজ্ঞ আদালতের নতুন কোন নির্দেশনা থাকলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২.	শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলাধীন হাজী অছি আমরুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: জাহাঙ্গীর সেলিম মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-৫১৩১/২০১৬ আদেশের প্রেক্ষিতে বেতন-ভাতা ছাড়করণেরন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তার কার্যালয়ের ০৯.০৯.২০১৯ তারিখে ১৫৯/৪জি/১০৮৮-ম/১৩/৩২৬১ নং-স্মারকে অবহিত করেন যে, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর জাল করে শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলাধীন হাজী অছি আমরুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে জনাব মো: জাহাঙ্গীর সেলিম এর নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ার অভিযোগে বেতন ভাতা স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২১.০৪.২০১৬ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০০৭.২০০৯.১৭৯ নং-স্মারকে জনাব মো: জাহাঙ্গীর সেলিম এর অনুকূলে বেতন ভাতা ছাড়করার জন্য আদেশ দেয়া হয়। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে জনাব উম্মে কুলসুম, স্বামী আমিরুল ইসলাম, ঝিনাইগতী, শেরপুর কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-৫১৩১/২০১৬ মামলা দায়ের করেন এবং উক্ত	১.আগামী সভায় এ সংক্রান্ত গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশ হাজির করতে হবে। ২.উম্মে কুলসুম এবং মো: জাহাঙ্গীর সেলিম শুনানীর জন্য হাজির থাকবেন এবং ৩. নিয়োগ কমিটির সদস্যরা আগামী সভায় উপস্থিত থাকবেন মর্মে

	মামলায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২১.০৪.২০১৬ তারিখের আদেশ ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেন এবং পরবর্তীতে চূড়ান্ত আদেশে মামলাটি খারিজ করে দেন। মহামান্য হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে জনাব উম্মে কুলসুম মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে ১৫৬৫/২০১৭ নং আপিল মামলা দায়ের করেন এবং শুনানী শেষে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ নো অর্ডার হিসেবে আদেশ প্রদান করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০০৭.২০০৯.১৭৯, তারিখ: ২১.০৪.২০১৬খ্রি: মোতাবেক জনাব মো: জাহাঙ্গীর সেলিমের এম.পি.ও. স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে জনাব উম্মে কুলসুম কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৫১৩১/২০১৬ দায়ের করলে উক্ত মামলার গত ০৯.১১.২০১৭খ্রি: তারিখের আদেশ নিম্নরূপ: Accordingly whether those allegations are genuine or not cannot be decided without avidence by the court of civil Juridiction and same disputed question cannot be decided under the writ Juridication. Accordingly since the writ petition involued disputed question of facts. We do not find it would be proper to pass any collaborate judgment on the merit of the writ Petition. Accordingly, the Rule is discharged. উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে CMP No.1565/2017 দায়ের হলে উক্ত মামলার গত ১৩.১১.২০১৭ খ্রি: তারিখের আদেশে No order আদেশ হয়। ইতোমধ্যে হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালতে অ: প্র: মোকদ্দমা নং-০১/২০১৮ দায়ের হলে উক্ত মোকদ্দমাটি বিচারাধীন আছে। কিন্তু মোকদ্দমায় কোনো ধরণের স্থগিতাদেশ নাই। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পত্র সংখ্যা নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০০৭.২০০৯.১২৬, ০৯.০৫.২০১৯খ্রি: তারিখের আলোকে জনাব মো: জাহাঙ্গীর সেলিম (প্র:/শি) হাজী অছি আমিরুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বেতন ভাতা ছাড়করণের বিষয়ে কোনো আইনগত প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা এ বিষয়ে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা লিখিত মতামত প্রদান করেন তিনি মতামতের সারাংশে উল্লেখ করেন। In such view of the matter our opinion is that there is no legal bar in complying with the order of the Ministry dated 21.04.2016. এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামতের আলোকে বর্ণিত প্রধান শিক্ষক জনাব মো: জাহাঙ্গীর সেলিমের এম.পি.ও. ছাড়করণের বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের পত্র মোতাবেক আদেশ বাস্তবায়নের বিষয়ে কোনো আইনগত প্রতিবন্ধকতা নাই। জেলা শিক্ষা অফিসার, শেরপুরকে চলমান সকল মামলা মোকদ্দমা সমূহের আদেশ/রায়ের প্রেক্ষিতে একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন ও প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ড, অত্র অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নপত্র ও নির্দেশনার আলোকে সার্বিক তথ্য ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হয়। সে অনুযায়ী জেলা শিক্ষা অফিসার শেরপুর একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করেন মোকদ্দমা নং-৯৩/২০১৩ অন্য প্রকার, রিট পিটিশন নং-৯৩৯৯/২০১৬, মামলা নং-১৬/১৬ অন্য প্রকার, মোকদ্দমা নং-০১/১৮ অন্য প্রকার, মামলা নং-১২/১৯, রিট পিটিশন নং-৯৮০১/১৮ সহ সর্বমোট ০৬টি মামলা চলমান ও বিচারাধীন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ০৬টি মামলার প্রেক্ষিতে আইনি মতামতের জন্য নথি পুনরায় আইন শাখায় প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে আইন শাখার মতামত নিম্নরূপ: জনাব উম্মে কুলসুম এবং জনাব মো: জাহাঙ্গীর সেলিম উভয়ের বিরুদ্ধে দাখিলীয় কাগজপত্র এবং মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় জনাব মো: জাহাঙ্গীর সেলিমের বিরুদ্ধে নিম্ন ও উচ্চ আদালতের বিভিন্ন মামলা চলমান এবং তিনি ও বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করেন। দাখিলীয় Information slip বিশ্লেষন দেখা যায় মামলা মোকদ্দমাগুলোতে কোনো ধরণের স্থগিতাদেশ/status quo নাই। এ ক্ষেত্রে বর্ণিত বিষয়ে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার পূর্বের দেয়া মতামত (অর্থাৎ In such view of the matter, our opinion is that there is no legal bar in complying with the order of the Ministry dated 21.04.2016) বহাল থাকবে বলে জানান। এমতাবস্থায়, হাজী অছি আমরুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: জাহাঙ্গীর সেলিম এর বেতন ভাতা ছাড়করণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হলো।	সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩.	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলাধীন কোড়েরপাড় আদর্শ কলেজের ডিগ্রী স্তরের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ ছাড়করণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ । মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তার কার্যালয়ের ০১.১০.২০১৯ তারিখে ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.২৮১.২০১৯/৪২২৬ নং-স্মারকে অবহিত করেন যে, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলাধীন কোড়েরপাড় আদর্শ কলেজের ডিগ্রী স্তরের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ ছাড়করণের বিষয়ে আইন উপদেষ্টার মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে পত্র দেওয়া হয়। কোড়েরপাড় আদর্শ ডিগ্রী কলেজের ২০০৬ সালে ডিগ্রী পরীক্ষা পাশের ফলাফল (শূন্য) কোঠায় হওয়ায় ২০০৮ সালের মে মাসের এম.পি.ও. হতে ডিগ্রী স্তরের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানে রশিক্ষক কর্মচারীগণ মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-৭৮৮৫/২০১৩ দায়ের করেন, মহামান্য হাইকোর্ট ০৫.০৪.২০১৭খ্রি: তারিখে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা ছাড়করনের আদেশ দেন। রিট পিটিশনের আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সি.পি. নং-১৫৯৫/২০১৮ দায়ের করা হলে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ১৬.০৬.২০১৯ খ্রি: তারিখে সরকার পক্ষের আপিল খারিজ করে	মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ মোতাবেক কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলাধীন কোড়েরপাড় আদর্শ কলেজের ডিগ্রী স্তরের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

	দেন। রায়ের বিষয়ে আইন উপদেষ্টার মতামত : কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলাধীন কোড়েরপাড় আদর্শ ডিগ্রী কলেজের ২০০৬ সালের ডিগ্রী পর্যায়ের ফলাফল শূন্য হওয়ার কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কলেজের এম.পি.ও. কোড বাতিলসহ ডিগ্রী পর্যায়ের শিক্ষক কর্মচারীর বেতন ভাতা বন্ধ করা হয়। বর্ণিত কলেজের প্রভাষক জনাব মো: কামরুল হুদা গং বেতন বন্ধকরণের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৭৮৮৫/২০১৩ দায়ের করেন। উক্ত রিট পিটিশনে মহামান্য আদালত রিট পিটিশনের রুল Disposed of করে রায় প্রদান করেন। রায়ে পিটিশনারগণের এম.পি.ও. এবং অন্যান্য সুবিধাদি কোর্টের আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রদানের নির্দেশ দেন। হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে আপিল নং-১৫৯৫/২০১৮ দায়ের করা হয়। উক্ত আপিল শুনানি শেষে খারিজ হয়। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত হলো : হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৭৮৮৫/২০১৩ এর রায় অনুসারে পিটিশনারগণের বেতন ছাড় করার জন্য মতামত প্রদান করেন। কোড়েরপাড় আদর্শ কলেজের ডিগ্রী স্তরের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ ছাড়করণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হলো।	
৪.	জনাব মোঃ এমদাদুল হক (প্রভাষক), চড়ারহাট শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, দিনাজপুর এর স্থগিতকৃত বেতন-ভাতা ছাড়করণ সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তার কার্যালয়ের ০১.১০.২০১৯ তারিখে ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.০৫০.২০১৯/৪২২৪ নং-স্মারকে অবহিত করেন যে, জনাব মোঃ এমদাদুল হক (প্রভাষক), মনোবিজ্ঞান, ইনডেক্স নং-৪৩২৫৭৭, চড়ারহাট শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, দিনাজপুর তাঁর স্থগিতকৃত বেতন ভাতা ছাড়করণের আবেদন করেছেন। জনাব মো: এমদাদুল হক, (প্রভাষক, মনোবিজ্ঞান) এর বিভিন্ন জালিয়াতি ও প্রতারণা জনিত কারণে বেতন ভাতা স্থগিত করা হয় এবং কেন স্থায়ীভাবে বেতন ভাতা স্থগিত করা হবে না মর্মে কারণ দর্শানো হলে যথাসময়ে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করলেও কোন ব্যবস্থা না নেয়ার জন্য তিনি বেতন ভাতা স্থগিতের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৯১৩৩/২০১৮ নং রিট পিটিশন দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-৯১৩৩/২০১৮ রায়ে বিবাদীগণের বিরুদ্ধে রুল নিশি জারীসহ অন্তবর্তীকালীন আদেশ হলে সরকার পক্ষ মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সিপি নং-৭৫৮/২০১৯ দায়ের করেন। মহামান্য আদালতের রায় সম্পর্কে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আইন শাখার বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত নিম্নরুপ : এ অবস্থার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত হলো মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের প্রেক্ষিতে পিটিশনার জনাব মো: এমদাদুল হক এর বেতন ভাতা ছাড় করা। এমতাবস্থায়, মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটশন নং-৯১৩৩/২০১৮ ও মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সিপি নং-৭৫৮/২০১৯ এর আদেশ এবং আইন উপদেষ্টার মতামতের প্রেক্ষিতে অনুসারে জনাব মোঃ এমদাদুল হক, প্রভাষক মনোবিজ্ঞান (ইনডেক্স নং-৪৩২৫৭৭) এর বেতন ভাতা ছাড়করণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৯১৩৩/২০১৮ এর অন্তবর্তীকালীন আদেশ অনুযায়ী দিনাজপুর জেলার চড়ারহাট শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষক মনোবিজ্ঞান জনাব মো: এমদাদুল হক এর বেতন-ভাতা ছাড় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং মূল মামলায় সরকার পক্ষ হতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
৫.	গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাধীন বর্ধনকুটি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মো: আব্দুর রহমান মন্ডল এর এম.পি.ও. প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তার কার্যালয়ের ০৫.১১.২০১৯ তারিখে-৪জি-১৩১-ম/১৪/৩৭২৬ নং-স্মারকে অবহিত করেন যে, গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাধীন বর্ধনকুটি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মো: আব্দুর রহমান মন্ডল বকেয়া বেতন ভাতাদির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবেদন করেন। তিনি আবেদনের সাথে সহকারী সিনিয়র জজ আদালতের ৩০/২০১৭ নং মামলা, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং-১৯১৪/২০১৪ এর আদেশ দাখিল করেন। উক্ত মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে আবেদনের বিষয়ে কি করণীয় সে বিষয়ে আইন উপদেষ্টার মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে মতামতের জন্য নথি অত্র অধিদপ্তরের আইন শাখায় প্রেরণ করা হয়। আইন উপদেষ্টার মতামত সহকারী জজ কোর্টের আদেশ মোতাবেক জনাব মো: আব্দুর রহমান মন্ডল এর বকেয়া বেতন বাতা স্কুল ফান্ড হতে প্রদান করতে হবে মর্মে মতামত প্রদান করবেন। এমতাবস্থায়, বর্ণিত শিক্ষকের বকেয়া প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হলো।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সবগুলো মামলার কপিসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৬.	রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন আদর্শ ডিগ্রী কলেজের ডিগ্রী স্তরে কোড প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ২৩.০৪.২০১৯ তারিখের ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.০৯৭.১৮/১৫২৪ স্মারকে অবহিত করেন যে, রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন আদর্শ ডিগ্রী কলেজের ডিগ্রী স্তরে কোড প্রদানের বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে মাউশি অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। জনবল কাঠামো ২০১৮ এর ৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন আদর্শ ডিগ্রী কলেজের ডিগ্রী স্তরে এম.পি.ও. কোডের প্রাপ্যতা আছে কিনা এ বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তর থেকে তদন্ত করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তাগণ প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে সুস্পষ্ট মতামতসহ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কর্মকর্তাগণের মতামত: রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন আদর্শ ডিগ্রী কলেজটি ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে কলেজটিতে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক (পাস), এবং ২টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বিষয়ে	বিধি মোতাবেক অধ্যক্ষকে অনলাইনে এ আবেদন করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

	পাঠদান চলমান রয়েছে। কলেজটিতে মোট শিক্ষক ৫৯জন। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যক্ষসহ ১৩ জন শিক্ষক, স্নাতক (পাস) পর্যায়ে উপাধ্যক্ষসহ ৩৮ জন শিক্ষক (১২ জন এম.পি.ও. ভুক্ত) এবং স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ের ০৮ জন শিক্ষক কর্মরত আছে। কলেজটিতে প্রদর্শক ০৪ জন গ্রন্থাগারিক ০১ জন , সহকারী গ্রন্থাগারিক ০২ জন শরীরচর্চা শিক্ষক ০১ জন এবং অফিস সহায়ক ১৭ জন কর্মরত আছে। কলেজটির বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর অনুচ্ছেদ-৫ (৫.১,৫.২,৫.৩,৫.৪,৫.৫,৫.৬ ও ৫.৭) এর প্রাপ্যতা ও শর্ত পূরণ হয়েছে। সুতরাং কলেজটির স্তর পরিবর্তন করে ডিগ্রী কোড প্রদান করা যায়। প্রতিষ্ঠান এম.পি.ও. কোড প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হলো।	
৭.	কুমিল্লা জেলার বরুড়া দেওড়া উপজেলাধীন দেওড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক এর এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়ে নির্দেশনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তার কার্যালয়ের ২৭.০৩.২০১৯ তারিখে ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.০১২.২০১৯.১৫১৪ নং-স্মারকে অবহিত করেন যে, মোসাম্মৎ সাহেমা আক্তার গত ৩০.১২.২০১৪ইং বিদ্যালয়ের প্যাটার্নভুক্ত শূন্যপদে সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগদান করেন। যোগদানের পর তার কাগজপত্র এম.পি.ও.ভুক্তির জন্য কুমিল্লা জেলা শিক্ষা অফিসের স্মারক নং-৪৮৪ এর মাধ্যমে ১১.০৩.২০১৫ইং মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর নিকট প্রেরণ করা হলে জানা যায় যে, সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে এম.পি.ও.ভুক্তি হওয়ার জন্য তার যে সনদটি তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত না হওয়ায় তাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ অর্জন করার জন্য বলা হয়। এমতাবস্থায়, সে সরকারি বিধি মোতাবেক বিদ্যালয় হতে শিক্ষা ছুটি গ্রহণ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত, হাজীগঞ্জ আইডিয়াল কলেজ অব এডুকেশন হতে ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরী এন্ড ইনফরমেশন সাইন্স কোর্সটি সম্পন্ন করেন। কোর্সটি সম্পন্ন করার পর ১২ই জুন ২০১৮ এর জনবল কাঠামোর প্রজ্ঞাপনে বয়স ৩৫ বছর নির্দিষ্ট করায় নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব হয় নাই। তাই পরবর্তীতে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভায় তার যোগদান পুণরায় অনুমোদন করে তাকে এম.পি.ও. ভুক্তকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান শিক্ষক সাহেবকে অনুরোধ করা হয়। উল্লেখ্য মোসাম্মৎ সাহেমা আক্তার বিদ্যালয়ের নিয়োগের পর থেকে তার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। জনাব মোসাম্মৎ সাহেমা আক্তার, সহকারী গ্রন্থাগারিক এর এম.পি.ও. ভুক্তিকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১১(৬) অনুযায়ী মোসাম্মৎ সাহেমা আক্তার, সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে এম.পি.ও. ভুক্তি হওয়ার জন্য দাখিলকৃত সনদটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত না হওয়ায় তার আবেদন বিবেচনা করার সুযোগ নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৮.	হামিদা খাতুন মাধ্যমিক ও (এসএসসি) ভোকেশনাল স্কুল এর শিক্ষক মো: আনারুল ইসলাম কে মৃত্যু দেখিয়ে এম.পি.ও. কপি থেকে নাম কর্তন করায় পুনরায় নাম এম.পি.ও. ভুক্তি করন প্রসংগে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ২৪.০৪.২০১৯ তারিখের ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.১১৮.২০১৮/১৮১৫ নং- স্মারকে অবহিত করেন যে, গাইবান্ধা জেলার হামিদা খাতুন মাধ্যমিক ও (এসএসসি) ভোকেশনাল স্কুল এর শিক্ষক মো: আনারুল ইসলাম কে মৃত্যু দেখিয়ে এম.পি.ও. কপি থেকে কর্তন করায় পুনরায় তার নাম এম.পি.ও. ভুক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। জেলা শিক্ষা অফিসারের তদন্ত প্রতিবেদন নিম্নরুপ : ৩১.০৭.২০১৮ খ্রি: সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন হামিদা খাতুন মাধ্যমিক ও এসএসসি ভোকেশনাল স্কুল এর স্কুল শাখায় নিয়োগ প্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক (কৃষি) জনাব মো: আনারুল ইসলামকে মৃত দেখিয়ে নাম কর্তন করার বিষয়ে তদন্ত করা হয়। তদন্ত করলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তদন্তে দেখা যায় যে, বিদ্যালয়টি ১৯৯৭ইং সালে স্থাপিত হয় এবং ২০০০ ইং সালে এম.পি.ও. ভুক্ত হয়। জনাব মো: আনারুল ইসলাম গত ০৮.১১.২০১৫ ইং তারিখে সহকারী শিক্ষক কৃষি পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ০৯.১১.২০১৫খ্রি: তারিখে প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি জানুয়ারি/২০১৭ ইং মাসে এম.পি.ও.ভুক্ত হন (ইনডেক্স নং-১১৩২১৮৫)। এম.পি.ও. ভুক্তির পর অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাকে বেতন ভাতা প্রদান থেকে বিরত রাখেন। জনাব মো: আনারুল ইসলাম পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্ট ৮২০৭/২০১৭ নম্বর রিট পিটিশন দায়ের করেন এবং মহামান্য হাইকোর্ট ০৩.০৭.২০১৭খ্রি: তারিখে ০২ নং বিবাদীকে (চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর) কে ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে আদেশে প্রদান করেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষক সেপ্টেম্বর/২০১৭ মাসে জনাব মো: আনারুল ইসলামকে ভুয়া জাল জালিয়াতি ও টেম্পারিং এর মাধ্যমে এম.পি.ও.ভুক্তির দায়ে অভিযুক্ত করে এম.পি.ও. সীট থেকে তার নাম কর্তন করে দেন। মন্তব্য : জনাব মো: আনারুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক (কৃষি) ইনডেক্স নং-১১৩২১৮৫ এর নাম বিধি বহির্ভূত ভাবে কর্তন করা হয়েছে বিধায় তার নাম পুনরায় এম.পি.ও. কপিতে পুন: স্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হলো। হয়রানী মুলক ভাবে নাম কর্তনের প্রস্তাব প্রেরণ করায় প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য।	জনাব মো: আনারুল ইসলাম (শিক্ষক) কে এম.পি.ও.ভুক্ত করণে জেলা শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে অবহেলা আছে কিনা তা যাচাইপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রধান শিক্ষকের বেতন-ভাতা সাময়িকভাবে বন্ধ ও তার বিরুদ্ধে ম্যানেজিং কমিটি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৯.	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলাধীন মাতারবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে জনাব মোস্তাক আহমদ এর এম.পি.ও. ভুক্তি সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ২৫.০৪.২০১৯ তারিখের ৪জি-১১৮৭-ম/১০/১৮২২ নং-স্মারকে অবহিত করেন যে, কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলাধীন মাতারবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে জনাব মোস্তাক আহমদ ৩১.১২.২০১৫ খ্রি: তারিখ যোগদান করেন। তার এম.পি.ও. ভুক্তির আবেদন অনলাইনে উপ-পরিচালক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম এ প্রেরণ করলে উপপরিচালক, চট্টগ্রাম মাউশি অধিদপ্তরের মতামত চান।	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলাধীন মাতারবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে জনাব মোস্তাক আহমদ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের

	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আরও জানান যে, সহকারী লাইব্রেরীয়ানদের এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শা-১৩/বিবিধ-২/দারুল ইহসান বিশ্ব:/২০১৩/৩৬৪, তারিখ: ২২.১০.২০১৩খ্রি: পরিপত্র মোতাবেক স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০২ (দারুল ইহাসন বিশ্ব:).২০১৩/৩৬৭ তারিখ: ২২.১১.২০১৬খ্রি: মোতাবেক কেবল ২২ অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত বিধিমোতাবেক যোগদানকারীরা দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদে এম.পি.ও. ভুক্ত হতে পারবেন। যেহেতু জনাব মোস্তাক আহমদ ২২.১২.২০১৫ তারিখ নিয়োগ পেয়ে ৩১.১২.২০১৫ খ্রি: তারিখ যোগদান করেছেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী জনাব মোস্তাক আহমদ এর দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদে এম.পি.ও. ভুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি নিয়োগ পরবর্তী ডিপ্লোমা সনদ ২০১৭ সালে কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হতে অর্জন করেছেন। মানবিক বিবেচনায় জনাব মোস্তাক আহমদ দেক এম.পি.ও ভুক্তির জন্য জনাব আশেক উল্লাহ রফিক এম.পি ২৯৫, কক্সবাজার-২, সদস্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুপারিশ করেছেন। সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে জনাব মোস্তাক আহমদ এর এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হলো।	সনদ ভুক্ত হওয়ায় এম.পি.ও. ভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১০.	দিনাজপুর জেলার পার্বতী উপজেলার বেলাইচন্ডী হাইস্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষক পদোন্নতিতে অনিয়ম এবং এ সংক্রান্তে তদন্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ২৯.০৪.২০১৯ তারিখের ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.০৮৮.২০১৯/১৬০৭ নং-স্মারকে অবহিত করেন যে, জনাব মো: রেজাউল আলম, সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), জনাব পারভীন আশরাফী (পৌরনীতি) ও জনাব মো: আবু বকর ছিদ্দিক, সহকারী অধ্যাপক (ব্যবস্থাপনা), বেলাইচন্ডী হাই স্কুল এন্ড কলেজ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর জ্যেষ্ঠতা লংঘন করে ও কাগজপত্র জালিয়াতি করে সহকারী অধ্যাপক এর স্কেল গ্রহণ করেছেন মর্মে বর্ণিত কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের প্রভাষক জনাব মো: জয়নাল আবেদীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ দাখিল করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১১.১২.২০১৬ তারিখের নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০৩.১৫(অংশ-৫).৬৩০ স্মারকপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার সুপারিশ/মন্তব্য : ১. জনাব পারভীন আশরাফী, সহকারী অধ্যাপক (পৌরনীতি), জনাব মো: আবু বকর ছিদ্দিক, সহকারী অধ্যাপক (ব্যবস্থাপনা) এবং জনাব মো: রেজাউল আলম, সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) এর সহকারী অধ্যাপক স্কেল বৈধ নয়। কারণ জনাব পারভীন আশরাফী এবং জনাব মো: আবু বকর ছিদ্দিক এপ্রিল/২০০৮ হতে এবং জনাব মো: রেজাউল আলম নভেম্বর/২০১৫ হতে অদ্যাবধি সহকারী অধ্যাপক স্কেলে গৃহীত সমূদ অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করেননি। ২. সমন্বিত জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পুনরায় সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা যেতে পারে। ৩. ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনকালে ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য বিকৃত করে মহাপরিচালকের দপ্তরে তথ্য প্রেরণ, রেজুলেশনে অসত্য তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার দায়ে জনাব মো: আবু বকর ছিদ্দিক, সহকারী অধ্যাপক (ব্যবস্থাপনা) এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এমতাবস্থায়, দিনাজপুর জেলার পার্বতী উপজেলার বেলাইচন্ডী হাইস্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষক পদোন্নতিতে অনিয়ম সংক্রান্তে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।	নীতিমালা অনুযায়ী সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির সুযোগ ছিল কিনা তা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আগামী সভায় প্রতিবেদন দাখিল করবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১১.	সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলাধীন হাজী নাছির উদ্দীন কলেজের ১০ জন শিক্ষকের বেতন-ভাতা প্রদান প্রসংগে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তার কার্যালয়ের ১০.১০.২০১৯ তারিখে ৭জি-৮৪(ক-৩)/২০১১/৪৪২৪ নং- স্মারকে অবহিত করেন যে, সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলাধীন হাজী নাছির উদ্দীন কলেজের শিক্ষক নিয়োগের বিরুদ্ধে গভর্নিং বডির সদস্য জনাব মো: সাহাজ উদ্দিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৬.২৭.০০৩.১২.-৩৩৯, তারিখ: ০৮.১০.২০১২ খ্রি: এর মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশ প্রদান করেন। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-ডি.আই.এ/সাতক্ষীরা/২১০৬-সি/খুলনঅ-৬১৪/৮, তারিখ : ২৯.০৮.২০১৩ খ্রি: প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩৭.০০.০০০০.০৬৬.২৭.০০৩.১২.৫৪৩, তারিখ: ১৭.০৯.২০১৫খ্রি: স্মারকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষসহ ১৪ (চৌদ্দ) জন শিক্ষক/কর্মচারীর এম.পি.ও. বন্ধসহ তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। উক্ত পত্রের আলোকে ১৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ০২ (দুই) জন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিএম শাখায় এম.পি.ও ভুক্ত থাকায় এবং সাচিবিক বিদ্যার ০১ (এক) জন, গণিত বিভাগের ০১ (এক) জন শিক্ষকের অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় বাকী ১০ (দশ) জন শিক্ষকের বেতন ভাতার সরকারি অংশ মাউশির স্মারক নং-৯এ/২৪/অডিট/ক-৩/২০১৩/১২২৩, তারিখ: ১৭.১১.২০১৫ খ্রি: এম.পি.ও. Stop Payment করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০১.২০১৮(খন্ড-১).৩০১, তারিখ: ১৮.০৭.২০১৮খ্রি: পত্রের আলোকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ) জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ) এর শিক্ষক কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১০.০৬.২০১৮খ্রি: তারিখে পুর্নবিবেচনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১০ জন শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্র ও সার্টিফিকেট যাচাই করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক কমিটি গঠন করার জন্য সুপারিশ করা হয়। ১০.০৬.২০১৮খ্রি: তারিখে পুর্নবিবেচনা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী একটি যাচাই কমিটি গঠন করা হয়। যাচাই কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।	তদন্ত রিপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্রসহ আগামী সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	কমিটির সুপারিশ: (১) জনাব মো: রেজওয়ান কবির, প্রভাষক (ইংরেজি), ইনডেক্স নং-৩০৭৭৭১৫ এর শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেছে তবে নিয়োগকালে দাখিলকৃত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-২০০৬ সনদটি সঠিক নয় মর্মে প্রমানিত হয়েছে বিধায় তার নিয়োগ বিধিসম্মত হয়নি। স্নাতক স্তরে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েও জনাব রেজওয়ান কবিরের উচ্চ মাধ্যমিক স্তর হতে বেতন ভাতা উত্তোলন করা যথাযথ হয়নি। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী জাল/জালিয়াতির দায়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। (২) জনাব মো: হারুন অর রশীদ, প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস) ইনডেক্স নং-৮৩২৮২৮ এর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ২০.০৫.১৯৯৯খ্রি: তারিখে প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস) পদে যোগদান করেন। তার শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেছে। (৩) জনাব মো: জাহাঙ্গীর হোসেন, কম্পিউটার প্রদার্শক ইনডেক্স নং-৮৪৪৬৬১ এর প্রশিক্ষণ সনদটি নট্রামস, বগুড়া কর্তৃক যাচাই করে জাল/ভুয়া প্রমানিত হওয়ায় এবং বর্তমান তদন্তকালে দাখিলকৃত কম্পিউটার প্রশিক্ষন সনদ সরকার নির্ধারিত কোন ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানে নয় বিধায় তার চাকরী অবৈধ হবে। (৪) জনাব মো: মুহসীন রেজা, প্রভাষক (বাংলা) ইনডেক্স নং-৮৩২৮৩০ এর কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় জনাব মো: মুহসীন রেজার নিয়োগকালে বিধি অনুসারে নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি বিধায় তার নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি। শিক্ষাগত যোগ্যাতার সংশ্লিষ্ট ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান হতে যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেছে। (৫) জনাব মো: আব্দুল মালেক, প্রভাষক (যুক্তিবিদ্যা), ইনডেক্স নং-৮৩২৮২৬ এর কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতায় ঘাটতি থাকায় প্রভাষক পদে খন্ডকালীন নিয়োগ এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের পর বিধি মোতাবেক নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরন না করায় তার নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি। তার শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেছে। (৬) জনাব মো: নজরুল ইসলাম প্রভাষক (ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং), ইনডেক্স নং-৩০০০১৬০ এর নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি এবং বিএম শাখায় ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং শাখায় নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে সাধারণ শাখায় BCOP বিষয়ে এম.পি.ও. ভুক্ত হওয়াটা বিধি সম্মত হয়নি। তার শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেছে। (৭) জনাব মো: আব্দুল জব্বার, প্রভাষক (বাংলা) ইনডেক্স নং-৩০০১৩৪৮ স্টাফিং প্যাটার্ণের অতিরিক্ত হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ও এম.পি.ও. ভুক্ত হয়েছেন। তার শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেছে। (৮) জনাব সঞ্জয় কুমার রায়, প্রভাষক (ভূগোল) ইনডেক্স -৮৩২৮৩৮ বিধি মোতাবেক নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করায় তার নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি। তার শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেছে। (৯) জনাব মো: আব্দুল আলীম, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি), ইনডেক্স নং-৮৩২৮২৫ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ১৪.১০.১৯৯৭খ্রি: তারিখে নিয়োগপত্রের ভিত্তিতে ২৫.১০.১৯৯৭খ্রি: তারিখে প্রভাষক (অর্থনীতি) পদে যোগদান করেন। তার শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেছে। (১০) জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, শরীরচর্চা শিক্ষক, ইনডেক্স নং-৮৩২৮৪৪ নিয়োগকালে বিপিএড সনদ ছিল না বিধায় তার নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি। তার শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেছে। হাজী নাছির উদ্দীন কলেজের ১০ জন শিক্ষকের নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হলো।	

০২. এমতাবস্থায়, পুনর্বিবেচনা কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

20/2/2020

(মো: কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৫১৭
ই-মেইল: ds.mpo.@moedu.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল)।
৬. সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭. অফিস কপি।